কালবেলা
20 JUL 2026

# এলডিসি উত্তরণে পাঁচ বছর মেয়াদি নতুন কর্মপরিকল্পনা

## বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কর্মশালা

**কালবেলা প্রতিবেদক »**

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের প্রাক্কালে বাংলাদেশের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) আওতাধীন এনহ্যানসড ইন্টিগ্রেটেড ফ্রেমওয়ার্কের (ইআইএফ) তৃতীয় পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত করা কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডকুমেন্ট (সিপিডি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসব লক্ষ্য অর্জনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গতকাল রোববার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডকুমেন্টের ভ্যালিডেশন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য সচিব আতাউর রহমান খান এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিক্রম করছে। একদিকে এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতি, অন্যদিকে রপ্তানি খাতে নন-ট্যারিফ বাধা, আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স এবং বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

আতাউর রহমান খান বলেন, ইআইএফের আগের ফেইজগুলো যে সুপারিশ দিয়ে আসছে, কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডকুমেন্টে সে বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে ১২টি কার্যক্রম রাখা হয়েছে, যার প্রতিটিই বাংলাদেশের বাণিজ্য সক্ষমতা উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শুধু নীতিমালা বা গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করলেই হবে না, এর সফল বাস্তবায়নই মূল বিষয়। স্টাডির পাশাপাশি বাস্তবায়ন পর্যায়ে কীভাবে সংস্কারগুলো কার্যকর করা যায়, সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত এসব সংস্কারের সুফল পৌঁছাতে হবে।

বাণিজ্য সচিব আরও বলেন, বাণিজ্য সহজীকরণ, উদারীকরণ, সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসা পরিচালনার পরিবেশ উন্নত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কর্মশালায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (ডব্লিউটিও) খাদিজা নাজনীন বলেন, ইআইএফ কর্মসূচির মাধ্যমে এলডিসি দেশগুলোকে বাণিজ্য সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা দেওয়া হয়। এ কর্মসূচিতে যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেনসহ কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী দেশ অর্থায়ন করে থাকে। বাংলাদেশ ইআইএফের আওতায় এরই মধ্যে দুটি পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ২০০৯ সালে এবং শেষ হয় ২০১৫ সালে। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ২০১৬ সালে, যা ২০২৪ সালে শেষ হয়েছে। এখন তৃতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হবে। তৃতীয় পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত করা কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডকুমেন্টের ভিত্তিতে বাংলাদেশ অর্থায়ন সহায়তা পাবে। পাঁচ বছর মেয়াদি এ কার্যক্রম চলতি বছর থেকেই শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

> বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিক্রম করছে। একদিকে এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতি, অন্যদিকে রপ্তানি খাতে নন-ট্যারিফ বাধা, আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স এবং বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে
>
> **আতাউর রহমান খান**
> *বাণিজ্য সচিব*

সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও ইআইএফের পরামর্শক মো. হাফিজুর রহমান বলেন, কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডকুমেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিদ্যমান নীতি, কৌশল ও আগের গবেষণার সুপারিশগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ডিটিআইএস (ডায়াগনস্টিক ট্রেড ইন্টিগ্রেশন স্টাডি), রপ্তানি নীতি, শিল্প নীতি, বাণিজ্য নীতি, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন অ্যাগ্রিমেন্ট এবং বিনিয়োগ সুবিধাবিষয়ক উদ্যোগ থেকে প্রাধান্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে প্রায় ৫২টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছিল। পরে উন্নয়ন সহযোগীদের সম্ভাব্য সহায়তা ও বাস্তবায়ন সক্ষমতা বিবেচনা করে সেগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১২টি কার্যক্রমে সীমিত করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য সহজীকরণ, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কর্মশালায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) আয়েশা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি) শিবির বিচিত্র বড়ুয়া এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা আশা প্রকাশ করেন, ইআইএফের তৃতীয় পর্যায়ের এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এলডিসি উত্তরণের পরও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে এবং নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা

20 JUL 2026

### বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মশালায় বক্তারা

# এলডিসি উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নেয়া হচ্ছে ৫ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের প্রাক্কালে বাংলাদেশের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) আওতাধীন এনহ্যান্সড ইন্টিগ্রেটেড ফ্রেমওয়ার্কের (ইআইএফ) তৃতীয় পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত করা কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডকুমেন্ট (সিপিডি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসব লক্ষ্য অর্জনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গতকাল সিপিডির ভ্যালিডেশন কর্মশালায় এ কর্মপরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য সচিব আতাউর রহমান খান বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিক্রম করছে। একদিকে এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতি; অপরদিকে রফতানি খাতে অশুল্ক বাধা, আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'ইআইএফের আগের পর্যায়গুলোর সুপারিশ নতুন সিপিডিতে গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে ১২টি অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম রাখা হয়েছে, যা বাংলাদেশের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।'

বাণিজ্য সচিব বলেন, 'শুধু নীতিমালা বা গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন করলেই হবে না, সেগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নও নিশ্চিত করতে হবে। গবেষণার পাশাপাশি সংস্কার বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত সংস্কারের সুফল পৌঁছে দিতে হবে। বাণিজ্য সহজীকরণ ও উদারীকরণ, সংশ্লিষ্ট আইন-বিধির সংস্কার এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে দেশে ব্যবসা পরিচালনার পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।'

কর্মশালায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (ডব্লিউটিও) খাদিজা নাজনীন বলেন, 'ডব্লিউটিওর ইআইএফ কর্মসূচির মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দেয়া হয়। যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও সুইডেনসহ কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী এ কর্মসূচিতে অর্থায়ন করে।'

> বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিক্রম করছে। একদিকে এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতি; অন্যদিকে রফতানি খাতে অশুল্ক বাধা, আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে

তিনি জানান, বাংলাদেশ এরই মধ্যে ইআইএফের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এখন তৃতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হবে। সিপিডির ভিত্তিতে বাংলাদেশ এ পর্যায়ে অর্থায়ন সহায়তা পাবে। পাঁচ বছর মেয়াদি এ কর্মসূচি চলতি বছর থেকেই শুরু হতে পারে।

ইআইএফের পরামর্শক ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. হাফিজুর রহমান বলেন, 'সিপিডি প্রণয়নের সময় বাংলাদেশের বিদ্যমান নীতি, কৌশল এবং আগের গবেষণার সুপারিশগুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে ডায়াগনস্টিক ট্রেড ইন্টিগ্রেশন স্টাডি (ডিটিআইএস), রফতানি নীতি, শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট এবং বিনিয়োগ-সুবিধা-সংক্রান্ত উদ্যোগের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।'

তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে প্রায় ৫২টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হলেও উন্নয়ন সহযোগীদের সম্ভাব্য সহায়তা ও বাস্তবায়ন সক্ষমতা বিবেচনায় সেগুলোকে ১২টি অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রমে সীমিত করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রফতানি সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য সহজীকরণ, বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

কর্মশালায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) আয়েশা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি) শিবির বিচিত্র বড়ুয়াসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলো

20 JUL 2026

# চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ৫ বছরের পরিকল্পনা

**বিশেষ প্রতিনিধি**, *ঢাকা*

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পাঁচ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা নিচ্ছে সরকার। মূলত বাণিজ্য সক্ষমতা বাড়ানো, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা ধরে রাখতেই এই নতুন কর্মপরিকল্পনা।

গতকাল রোববার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডকুমেন্টের (সিপিডি) ভ্যালিডেশন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্যসচিব আতাউর রহমান খান এ কথা জানান। কর্মশালায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) আয়েশা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি) শিবির বিচিত্র বড়ুয়াসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি সংস্থা ও উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বাণিজ্য মন্ত্রণায়ের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পাঁচ বছর মেয়াদি নতুন কর্মপরিকল্পনায় ১২টি অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম রাখা হয়েছে। এই কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য সহজীকরণ, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ানো, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা জোরদার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার বৃদ্ধি।

তবে ১২টি অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম কী, সেগুলোর বাস্তবায়নের সময়সূচি কী, কত অর্থ ব্যয় হবে, কোন উন্নয়ন সহযোগী কত অর্থ দেবে, কোন সংস্থা বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে এবং আগের দুই ধাপের ইআইএফ কর্মসূচির কতটি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে—এসব নিয়ে কিছু জানায়নি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

এলডিসি তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের সময়সীমা আগামী ২৪ নভেম্বর। এ সময়সীমা পিছিয়ে নিতে আরও তিন বছর সময় বৃদ্ধির আবেদন জানায় বর্তমান সরকার। এই আবেদন জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) আমলে নেয়। তবে তিন বছর নয়, স্বল্প সময় দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে সিডিপি। সংস্থাটি অবশ্য এ জন্য আর্থিক খাত, রাজস্ব খাতসহ বিভিন্ন খাতে সংস্কার করার তাগিদ দিয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় পার করছে। একদিকে এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি, অন্যদিকে রপ্তানিতে নন-ট্যারিফ বাধা, আন্তর্জাতিক মান ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা এবং বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
নথি।

প্রথম আলো

20 JUL 2026

# রপ্তানিতে সাড়ে ১৭% অবদান বেপজার

## ৮৪১ কোটি ডলারের রপ্তানি

**নিজস্ব প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

ইরান যুদ্ধসহ বৈশ্বিক নানা সংকট ও মার্কিন শুল্কের কারণে সর্বশেষ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশের সামগ্রিক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক ছিল। বিশেষ করে দেশীয় তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকেরা আন্তর্জাতিক বাজারে বেশি প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছেন। তবে সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) অধীন থাকা ইপিজেডের কারখানাগুলো রপ্তানিতে ভালো প্রবৃদ্ধি করেছে।

সর্বশেষ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের সাড়ে ১৭ শতাংশের বেশি এসেছে বেপজার অধীন থাকা কারখানাগুলো থেকে। রপ্তানি আয়ের পাশাপাশি নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ ও কর্মসংস্থান তৈরিতেও ভালো করেছে বেপজা। সম্প্রতি বেপজার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুসারে, বিদায়ী অর্থবছরের ১২ মাসের মধ্যে ৯ মাসই রপ্তানি কমেছে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়। তাতে গত অর্থবছর শেষে ৪৮ বিলিয়ন বা ৪ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় দশমিক ৫৮ শতাংশ কম। বিদায়ী অর্থবছরে ৫৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে গিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার। সে হিসাবে বছর শেষে সাত বিলিয়ন ডলার রপ্তানি কম হয়েছে।

তবে রপ্তানিতে ইতিবাচক ধারা ধরে রেখেছে বেপজার অধীন থাকা কারখানাগুলো। বেপজার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বেপজার অধীন অঞ্চলগুলো থেকে রপ্তানি হয়েছে ৮৪১ কোটি ডলারের পণ্য। এটি মোট রপ্তানির প্রায় সাড়ে ১৭ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানি ছিল ৪ হাজার ৮২৮ কোটি ডলার। ওই বছর রপ্তানিতে বেপজার অংশ ছিল ৮২২ কোটি ডলার। অর্থাৎ বিদায়ী অর্থবছরে দেশের সামগ্রিক রপ্তানি দশমিক ৫৮ শতাংশ কমলেও বেপজার অধীন থাকা বিভিন্ন ইপিজেড থেকে রপ্তানি বেড়েছে ২ দশমিক ২ শতাংশ।

বর্তমানে বেপজার অধীন বিভিন্ন ইপিজেডে ৪৫১টি প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। বেপজার ইপিজেডের বিভিন্ন কারখানায় উৎপাদিত পণ্য বর্তমানে বিশ্বের ১২৯টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

### সর্বোচ্চ বিনিয়োগ প্রস্তাব

বেপজা জানিয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সামোয়া ও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের মোট ৩৬টি প্রতিষ্ঠান বেপজার সঙ্গে জমি বরাদ্দের চুক্তি করেছে। অর্থাৎ এসব প্রতিষ্ঠান বেপজার অধীন থাকা জমিতে রপ্তানিমুখী কারখানা স্থাপন করবে। চুক্তি করা এসব প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৭১ কোটি ৭২ লাখ মার্কিন ডলার। এটি বেপজার ইতিহাসে একক কোনো অর্থবছরে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ প্রস্তাব।

### বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বেড়েছে

চলতি মূলধন ছাড়া কেবল যন্ত্রপাতি ও নির্মাণসামগ্রী বাবদ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বেপজার অধীন অঞ্চলগুলোতে প্রকৃত বিনিয়োগ এসেছে ২৮ কোটি ৬৫ লাখ ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) দেশের মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) সাড়ে ১৯ শতাংশ এসেছে বেপজার মাধ্যমে। এর পরিমাণ ২২ কোটি ১৬ লাখ ডলার।

অন্যদিকে বিদায়ী অর্থবছরে বেপজার অঞ্চলগুলোতে নতুন করে ২৫ হাজার ১৬৪ জন বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তাতে ২০২৬ সালের জুন শেষে বেপজার অধীন কারখানাগুলোতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়ে ৫ লাখ ৫৮ হাজার ৬৯১ জনে দাঁড়িয়েছে। এটিও বেপজার ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

20 JUL 2026 প্রথম আলো

# শীর্ষে এমজিআই, বড় উত্থান ডেল্টার

নিত্যপণ্য আমদানি

**গত অর্থবছর শেষে নিত্যপণ্য আমদানিকারকদের মধ্যে সেরা পাঁচে রয়েছে এমজিআই, টি কে গ্রুপ, স্মাইল ফুড, সিটি গ্রুপ ও নাবিল গ্রুপ।**

**মাসুদ মিলাদ**, *চট্টগ্রাম*

গত দুই দশকের মধ্যে বেশির ভাগ সময় দেশে নিত্যপণ্য আমদানিতে শীর্ষে ছিল শিল্পগোষ্ঠী সিটি গ্রুপ। তিন বছর আগে শীর্ষ অবস্থানটি হারিয়েছে গ্রুপটি। এরপর টানা দুই অর্থবছর দ্বিতীয় শীর্ষস্থানটি ধরে রেখেছিল সিটি গ্রুপ। আর্থিক সংকটে থাকা সিটি গ্রুপ এবার দ্বিতীয় শীর্ষস্থানটিও হারিয়েছে। সদ্য বিদায়ী অর্থবছর শেষে নিত্যপণ্য আমদানিতে দুই ধাপ পিছিয়ে চতুর্থ স্থানে নেমে গেছে সিটি গ্রুপ।

অন্যদিকে টানা তৃতীয় অর্থবছরের মতো নিত্যপণ্য আমদানিতে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ বা এমজিআই। তিন বছর আগে সিটি গ্রুপকে পেছনে ফেলে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছিল এমজিআই। এ ছাড়া গত অর্থবছর শেষে এক ধাপ করে এগিয়ে এই তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে যথাক্রমে টি কে গ্রুপ ও স্মাইল ফুড প্রোডাক্টস। নাবিল গ্রুপ দ্বিতীয়বারের মতো পঞ্চম অবস্থান ধরে রেখেছে। এর বাইরে গত এক অর্থবছরের ব্যবধানে নিত্যপণ্য আমদানিতে বড় উত্থান হয়েছে ডেল্টা এগ্রোফুড ও প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আমদানি তথ্য বিশ্লেষণ করে নিত্যপণ্যের আমদানিকারক-ভিত্তিক এই চিত্র পাওয়া গেছে। নিত্যপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে চিনি, পাম তেল, অপরিশোধিত সয়াবিন তেল, সয়াবিন বীজ, গম, মসুর ডাল, মটর ডাল ও ছোলা আমদানিকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। অপরিশোধিত সয়াবিন তেল ও এর কাঁচামাল সয়াবিন বীজকে 'সয়াবিন তেল ও কাঁচামাল' নামে একটি শ্রেণিতে রেখে সাতটি পণ্যশ্রেণির হিসাব করা হয়েছে এই বিশ্লেষণে।

সদ্য বিদায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশে এসব পণ্য আমদানি হয়েছে ১ কোটি ৫৪ লাখ টন। এতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৭০০ কোটি বা ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আমদানি হয়েছিল ১ কোটি ৩৩ লাখ টন, যার মূল্য ছিল ৬৮১ কোটি ডলার। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে আমদানি বেড়েছে প্রায় ১৬ শতাংশ। আর খরচ বেড়েছে ৩ শতাংশের কম। অর্থাৎ বেশি পণ্য আমদানি হলেও

## বাংলাদেশের নিত্যপণ্যের বাজার
## ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আমদানি চিত্র

### অংশীদারি

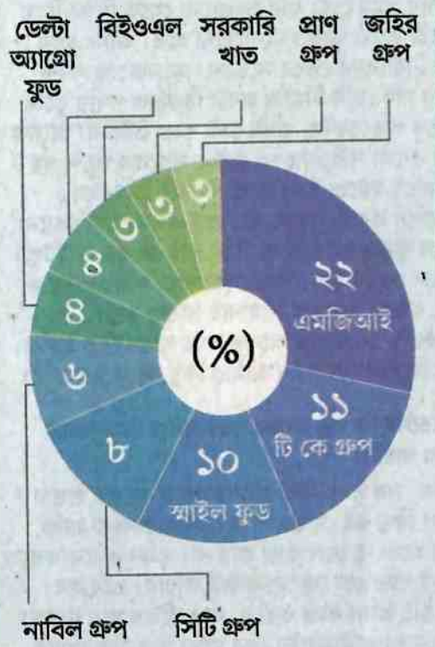


### শীর্ষ ১০ আমদানিকারক
(কোটি ডলার)

সূত্র : এনবিআর

**আমদানি**
১.৫৪
কোটি টন

**সরকারের রাজস্ব**
১০,৫৫৫
কোটি টাকা

**শুল্কায়ন মূল্য ও শুল্ক-করসহ মোট আমদানি খরচ**
১,০১,১৯৭
কোটি টাকা

**আমদানি মূল্য**
৭
বিলিয়ন ডলার

**শিল্প গ্রুপ ও আমদানিকারকের সংখ্যা**
৩৪২

ময়দাসহ নিত্যপণ্যই ছিল গ্রুপটির মূল ব্যবসার কেন্দ্র। প্রায় চার বছর আগে কাগজ, সিমেন্ট ও তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসসহ বিভিন্ন খাতে বড় একটি ভোজ্যতেল কারখানা কেনার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছে। চিনি ও ভোজ্যতেল খাতে বড় বিনিয়োগের পর প্রতিষ্ঠানটির কাঁচামাল আমদানিও দ্রুত

> ভোগ্যপণ্য খাতে বিনিয়োগ ও উৎপাদন সক্ষমতা সম্প্রসারণের কারণে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আমদানি বেড়েছে। আবার দেশে বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আগাম আমদানি করতে হয়েছে।
>
> মোস্তফা কামাল, চেয়ারম্যান, এমজিআই

> দেশে নিত্যপণ্যের চাহিদা বাড়ছে। ভবিষ্যৎ চাহিদা বিবেচনায় এ খাতে আরও বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে নিত্যপণ্য আমদানি ও সরবরাহে আমাদের অংশগ্রহণ আরও বাড়বে।
>
> মুহাম্মদ মোস্তফা হায়দার, পরিচালক, টি কে গ্রুপ

> দেশে যাতে নিত্যপণ্যের সংকট না হয়, সে জন্য ধারাবাহিকভাবে আমদানি অব্যাহত রেখেছি। নতুন করে একটি ফ্লাওয়ার মিলে বিনিয়োগ করেছি। মিলটি চালু হলে আমদানি ও সরবরাহে আমাদের অংশগ্রহণ আরও বাড়বে।
>
> আমিনুল ইসলাম, এমডি, নাবিল গ্রুপ

> নারায়ণগঞ্জে নিত্যপণ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানার উৎপাদন শুরু হওয়ায় আমাদের আমদানি বেড়েছে। এই কারখানায় গ্যাস-সংযোগ পাওয়া গেলে

অর্থবছরের ব্যবধানে নিত্যপণ্য আমদানিতে বড় উত্থান হয়েছে ডেল্টা এগ্রোফুড ও প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আমদানি তথ্য বিশ্লেষণ করে নিত্যপণ্যের আমদানিকারক-ভিত্তিক এই চিত্র পাওয়া গেছে। নিত্যপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে চিনি, পাম তেল, অপরিশোধিত সয়াবিন তেল, সয়াবিন বীজ, গম, মসুর ডাল, মটর ডাল ও ছোলা আমদানিকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। অপরিশোধিত সয়াবিন তেল ও এর কাঁচামাল সয়াবিন বীজকে 'সয়াবিন তেল ও কাঁচামাল' নামে একটি শ্রেণিতে রেখে সাতটি পণ্যশ্রেণির হিসাব করা হয়েছে এই বিশ্লেষণে।

সদ্য বিদায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশে এসব পণ্য আমদানি হয়েছে ১ কোটি ৫৪ লাখ টন। এতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৭০০ কোটি বা ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আমদানি হয়েছিল ১ কোটি ৩৩ লাখ টন, যার মূল্য ছিল ৬৮১ কোটি ডলার। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে আমদানি বেড়েছে প্রায় ১৬ শতাংশ। আর খরচ বেড়েছে ৩ শতাংশের কম। অর্থাৎ বেশি পণ্য আমদানি হলেও সেই অনুপাতে খরচ বাড়েনি। আন্তর্জাতিক বাজারে কয়েকটি পণ্যের দাম কমে যাওয়ায় এবং তুলনামূলক কম দামের পণ্যের আমদানি বৃদ্ধির কারণে এই তারতম্য হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছেন আমদানিকারকেরা।

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, উল্লিখিত সাত নিত্যপণ্যের মধ্যে চাহিদার মাত্র ১১ শতাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। বাকি ৮৯ শতাংশের জোগান আসে আমদানির মাধ্যমে। ফলে বড় আমদানিকারকদের ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত, অর্থায়নের সক্ষমতা ও সরবরাহব্যবস্থার ওপর দেশের নিত্যপণ্যের বাজার অনেকটাই নির্ভরশীল।

### সিটি গ্রুপ থেকে এখন এমজিআই

সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে এমজিআই ১৫১ কোটি ডলারের প্রায় ৩৩ লাখ টন নিত্যপণ্য ও কাঁচামাল আমদানি করেছে। আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রতিষ্ঠানটির আমদানি বেড়েছে প্রায় ৯ শতাংশ। সাত পণ্যের মোট আমদানি ব্যয়ের প্রায় ২২ শতাংশই ছিল গ্রুপটির। আর এসব নিত্যপণ্য আমদানি করে এমজিআই সরকারকে রাজস্ব দিয়েছে তিন হাজার ৩৯১ কোটি টাকা।

চিনি ও সয়াবিন তেলের কাঁচামাল সয়াবিন বীজ আমদানিতে শীর্ষে রয়েছে এমজিআই। এ ছাড়া অপরিশোধিত ভোজ্যতেলসহ অন্যান্য নিত্যপণ্য আমদানিতেও প্রতিষ্ঠানটির বড় অংশীদারত্ব রয়েছে। আমদানির মূল্য ও পণ্যের বৈচিত্র্য—দুই দিক থেকেই প্রতিযোগীদের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে রয়েছে গ্রুপটি।

জানতে চাইলে এমজিআইয়ের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল *প্রথম আলোকে* বলেন, ভোগ্যপণ্য খাতে বিনিয়োগ ও উৎপাদন সক্ষমতা সম্প্রসারণের কারণে কাঁচামাল আমদানি বেড়েছে। আবার দেশে পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আগাম আমদানি করতে হয়েছে।

এমজিআইয়ের বিপরীত চিত্র ছিল সিটি গ্রুপের। এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, গত দুই দশকে সবচেয়ে বেশি সময় নিত্যপণ্য আমদানিতে নেতৃত্ব দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। একসময় চিনি, ভোজ্যতেল, আটা-

ময়দাসহ নিত্যপণ্যই ছিল গ্রুপটির মূল ব্যবসার কেন্দ্র। প্রায় চার বছর আগে কাগজ, সিমেন্ট ও তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসসহ বিভিন্ন খাতে বড় বিনিয়োগ শুরু করে সিটি গ্রুপ। একই সময় থেকে গ্রুপটির নিত্যপণ্যের কাঁচামাল আমদানি কমতে থাকে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, বেশ কয়েক বছর ধরে ব্যাংকঋণ পরিশোধ ও অর্থায়নের চাপে রয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এ কারণে তাদের আমদানি কমে গেছে। তবে আমদানি কমার কারণ সম্পর্কে সিটি গ্রুপের আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

গত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সিটি গ্রুপ ৫৬ কোটি ডলারের নিত্যপণ্য ও কাঁচামাল আমদানি করেছে। এক বছরের ব্যবধানে গ্রুপটির আমদানি কমেছে ৪০ শতাংশ। ফলে দ্বিতীয় স্থান থেকে চতুর্থ অবস্থানে নেমে গেছে প্রতিষ্ঠানটি।

এমজিআই ও সিটির আমদানির ব্যবধানও এখন বেশ বড়। সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে সিটির তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি অর্থের নিত্যপণ্য ও কাঁচামাল আমদানি করেছে এমজিআই।

### দ্বিতীয় টি কে গ্রুপ, তৃতীয় স্মাইল ফুড

গত অর্থবছর শেষে এক ধাপ এগিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠেছে টি কে গ্রুপ। সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৭৯ কোটি ডলার খরচ করে প্রায় ১০ লাখ টন পণ্য আমদানি করেছে। সাত পণ্যের মোট আমদানি ব্যয়ের ১১ শতাংশের বেশি করেছে গ্রুপটি। অপরিশোধিত সয়াবিন তেল আমদানিতে এখন শীর্ষে রয়েছে টি কে গ্রুপ। এর বাইরে গম ও ডাল আমদানি করে প্রতিষ্ঠানটি।

টি কে গ্রুপের পরিচালক মুহাম্মদ মোস্তফা হায়দার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'দেশে নিত্যপণ্যের চাহিদা বাড়ছে। সেই সঙ্গে আমদানিও বাড়ছে। ভবিষ্যৎ চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে এ খাতে আরও বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে নিত্যপণ্য আমদানি ও সরবরাহে টি কে গ্রুপের অংশগ্রহণ আরও বাড়বে।'

অন্যদিকে এক ধাপ এগিয়ে তৃতীয় অবস্থানে উঠেছে স্মাইল ফুড প্রোডাক্টস। আবুল খায়ের গ্রুপের চেয়ারম্যান আবুল কাশেমের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানটি দুই দশকের বেশি সময় ধরে নিত্যপণ্য আমদানির সঙ্গে যুক্ত। তবে ২০২৪ সাল থেকে এ খাতে তাদের তৎপরতা দ্রুত বাড়তে শুরু করে।

স্মাইল ফুড একটি চিনি পরিশোধনাগার ও একটি ভোজ্যতেল কারখানা কেনার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছে। চিনি ও ভোজ্যতেল খাতে বড় বিনিয়োগের পর প্রতিষ্ঠানটির কাঁচামাল আমদানিও দ্রুত বেড়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি সয়াবিন ও পাম তেলের পাশাপাশি সয়াবিন বীজ, ডাল, গম ও অপরিশোধিত চিনি আমদানি করছে।

সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে স্মাইল ফুড ৭০ কোটি ডলারের ৮ লাখ ৪৪ হাজার টন পণ্য আমদানি করেছে। সাত পণ্যের মোট আমদানি ব্যয়ের প্রায় ১০ শতাংশই ছিল প্রতিষ্ঠানটির।

### পঞ্চমে নাবিল, বড় উত্থান ডেল্টার

রাজশাহীকেন্দ্রিক নাবিল গ্রুপ টানা দ্বিতীয় অর্থবছরের মতো নিত্যপণ্য আমদানিতে পঞ্চম অবস্থান ধরে রেখেছে। সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৪০ কোটি ডলারের ১২ লাখ ৯৩ হাজার টন পণ্য আমদানি করেছে। নাবিল গ্রুপ মূলত গম, ছোলা, মসুর ডাল ও মটর ডাল আমদানি করে। গম আমদানিতে প্রতিষ্ঠানটি এখন শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। আমদানি করা পণ্যের পরিমাণের দিক থেকেও শীর্ষ পাঁচ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নাবিলের অবস্থান বেশ শক্তিশালী।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নাবিল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আমিনুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, ' দেশে যাতে নিত্যপণ্যের সংকট না হয়, সে জন্য ধারাবাহিকভাবে আমদানি অব্যাহত রেখেছি। নতুন করে একটি ফ্লাওয়ার মিলে বিনিয়োগ করেছি। এ বছর মিলটি চালু হলে আমদানি ও সরবরাহে আমাদের অংশগ্রহণ আরও বাড়বে।'

তবে এবারের তালিকায় সবচেয়ে বড় উত্থান হয়েছে ডেল্টা এগ্রোফুড ইন্ডাস্ট্রিজের। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ছিল ১৩তম অবস্থানে। এক বছরের ব্যবধানে সাত ধাপ এগিয়ে ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছে তারা। সদ্য বিদায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ডেল্টা এগ্রোফুড ২৮ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। প্রতিষ্ঠানটি মূলত গম, সয়াবিন বীজ ও অপরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি করে।

জানতে চাইলে ডেল্টা এগ্রোফুড ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি আমিরুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নারায়ণগঞ্জে নিত্যপণ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানার উৎপাদন শুরু হওয়ায় আমাদের আমদানি বেড়েছে। এই কারখানায় গ্যাস সংযোগ পাওয়া গেলে পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে। তখন আমদানি আরও বাড়বে।'

> **দেশে যাতে নিত্যপণ্যের সংকট না হয়, সে জন্য ধারাবাহিকভাবে আমদানি অব্যাহত রেখেছি। নতুন করে একটি ফ্লাওয়ার মিলে বিনিয়োগ করেছি। মিলটি চালু হলে আমদানি ও সরবরাহে আমাদের অংশগ্রহণ আরও বাড়বে।**
>
> আমিনুল ইসলাম, এমডি, নাবিল গ্রুপ

> **নারায়ণগঞ্জে নিত্যপণ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানার উৎপাদন শুরু হওয়ায় আমাদের আমদানি বেড়েছে। এই কারখানায় গ্যাস-সংযোগ পাওয়া গেলে পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে। তখন আমদানি আরও বাড়বে।**
>
> আমিরুল হক, এমডি, ডেল্টা এগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ

### সেরা দশে প্রাণ-আরএফএল

গত অর্থবছর শেষে নিত্যপণ্য আমদানির তালিকায় শীর্ষ দশে উঠে এসেছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান ছিল ১২তম। এক বছরের ব্যবধানে তিন ধাপ এগিয়ে নবম অবস্থানে জায়গা করে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। নিত্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতে বড় বিনিয়োগে যাওয়ার পরই গ্রুপটির কাঁচামাল আমদানি বাড়তে শুরু করেছে। সদ্য বিদায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রাণ-আরএফএল ২১ কোটি ডলারের প্রায় ৬ লাখ ৩০ হাজার টন নিত্যপণ্য আমদানি করেছে।

প্রায় ২৫ কোটি ৪৩ লাখ ডলারের পণ্য আমদানি করে তালিকার সপ্তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ এডিবল অয়েল বা বিইওএল। প্রতিষ্ঠানটি মূলত ভোজ্যতেল আমদানি করে। বোতলজাত ভোজ্যতেলের বাজারেও প্রতিষ্ঠানটির শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে।

সরকারি খাতে খাদ্য বিভাগ বিদায়ী অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাত লাখ ৬০ হাজার টন গম আমদানি করেছে। প্রায় ২৩ কোটি ডলারের গম আমদানি করে সরকারি খাত রয়েছে অষ্টম অবস্থানে। অন্যদিকে ১৮ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করে জহির গ্রুপ দশম অবস্থানে রয়েছে।

### বদলাচ্ছে পুরোনো সমীকরণ

নিত্যপণ্য আমদানিকারকদের মধ্যে এবারের তালিকায় পরিবর্তন শুধু কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অবস্থান বদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দীর্ঘদিন আমদানিতে সক্রিয় থাকা কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠান পিছিয়ে পড়ছে, আবার আগে তুলনামূলক কম সক্রিয় ছিল এমন প্রতিষ্ঠান দ্রুত সামনে আসছে।

The Financial Express
20 JUL 2026

# Dhaka prepares 5yr trade capacity plan

## Dev partners like UK, EU, Sweden to finance the recipe

**BRACING FOR LDC GRADUATION**

**New five-year action plan**

(Third phase of Enhanced Integrated Framework)

**Target:**

- To strengthen trade capacity
- To improve investment climate
- To enhance global competitiveness

**Focus on:**

- Non-tariff barriers
- International compliance requirements
- Investment climate reforms
- Trade competitiveness after LDC graduation

**12 priority activities include:**

- Export capacity development
- Trade facilitation
- Investment climate improvement
- Institutional capacity building
- Training and research
- Application of Artificial Intelligence (AI) in trade-related activities

FE REPORT

A new five-year action plan is being framed to strengthen Bangladesh's trade capacity, improve the investment climate and enhance global competitiveness as the country prepares for graduating out of the world's poor-country club.

Exit from the least-developed country (LDC) category is set to expose Bangladesh to open competition on the international market for the forfeiture of duty-free - market access facility.

The capacity-building recipe will be implemented through the Country Programme Document (CPD) prepared for the third phase of the Enhanced Integrated Framework (EIF), a World Trade Organisation (WTO)-led programme that supports trade-capacity development in LDCs.

The announcement came at a validation workshop on the Country Programme Document held at the Ministry of Commerce in Dhaka on Sunday.

Speaking at the event, Commerce Secretary Ataur Rahman Khan said Bangladesh is passing through a critical phase, facing the dual challenge of preparing for LDC graduation while addressing non-tariff barriers, international compliance requirements and the need to improve the country's investment environment.

"The recommendations made under the previous phases of the EIF have been duly reflected in the Country Programme Document," he said.

"The document includes 12 priority interventions, each aligned with Bangladesh's trade capacity-development needs and the reforms

| SEE PAGE 7 COL 2

| FROM PAGE 1 COL 6

required to strengthen the country's competitiveness."

The commerce secretary has stressed that preparing policies and research reports alone would not be sufficient unless they were effectively implemented.

"Alongside studies, the document must provide clear guidance on how the proposed reforms can be translated into action. The benefits of these reforms should reach ministries, departments and implementing agencies at the grassroots level."

He also emphasised improving Bangladesh's business environment through trade facilitation, trade liberalisation, legal and regulatory reforms, and coordinated actions among relevant ministries and agencies.

Additional Secretary (WTO) at the Ministry of Commerce Khadija Nazneen said the EIF programme provides technical and financial support to LDCs to strengthen their trade capacity. The programme is financed by development partners, including the United Kingdom, the European Union and Sweden.

She said Bangladesh completed the first phase of the programme between 2009 and 2015 and the second phase between 2016 and 2024.

"The third phase will now begin, and Bangladesh will receive financial assistance based on the Country Programme Document prepared for this phase," she said, adding that the five-year programme is expected to commence later this year.

Former Additional Secretary and EIF consultant Md Hafizur Rahman told the function that the CPD had been prepared by incorporating existing national policies, strategies and recommendations from previous studies, including the Diagnostic Trade Integration Study (DTIS), the Export Policy, Industrial Policy, Trade Policy, the WTO Trade Facilitation Agreement and investment-facilitation initiatives.

"Initially, around 52 potential projects were identified. After assessing implementation capacity and the likely support from development partners, these were prioritised and narrowed down to 12 key interventions," he said.

The proposed activities include strengthening export competitiveness, trade facilitation, improving the investment climate, enhancing institutional capacity, training and research, as well as promoting the use of artificial intelligence (AI).

The workshop was attended by Additional Secretary (FTA) Ayesha Akter, Additional Secretary (IIT) Shibir Bichitra Barua, and representatives from various ministries, government agencies and other stakeholders.

Participants expressed the hope that successful implementation of the EIF's third phase would help Bangladesh maintain its competitiveness in global trade and attract new investment after graduating from the LDC category.

newsmaniasi@gmail.com

The Financial Express

20 JUL 2026

# Overall annual imports almost static

SIDDIQUE ISLAM

Bangladesh's overall imports remained almost unchanged at US$70.41 billion in the just-concluded fiscal year (FY) 2025-26, as businesses adopted a cautious stance amid ongoing geopolitical tensions.

The actual import in terms of settlement of letters of credit (LCs) edged up by 0.09 per cent to $ 70.41 billion in FY'26 from $70.34 billion a year before, according to the central bank's latest statistics.

On the other hand, the opening of fresh LCs, generally known as import orders, rose by 7.06 per cent to $74.78 billion during the period under review from $69.85 billion in FY'25.

"The upward trend in actual imports is likely to continue in the near term, as the government and the central bank have already taken different measures to stimulate investment, particularly in the productive sectors," a senior Bangladesh Bank (BB) official told The Financial Express (FE), explaining the latest import trends.

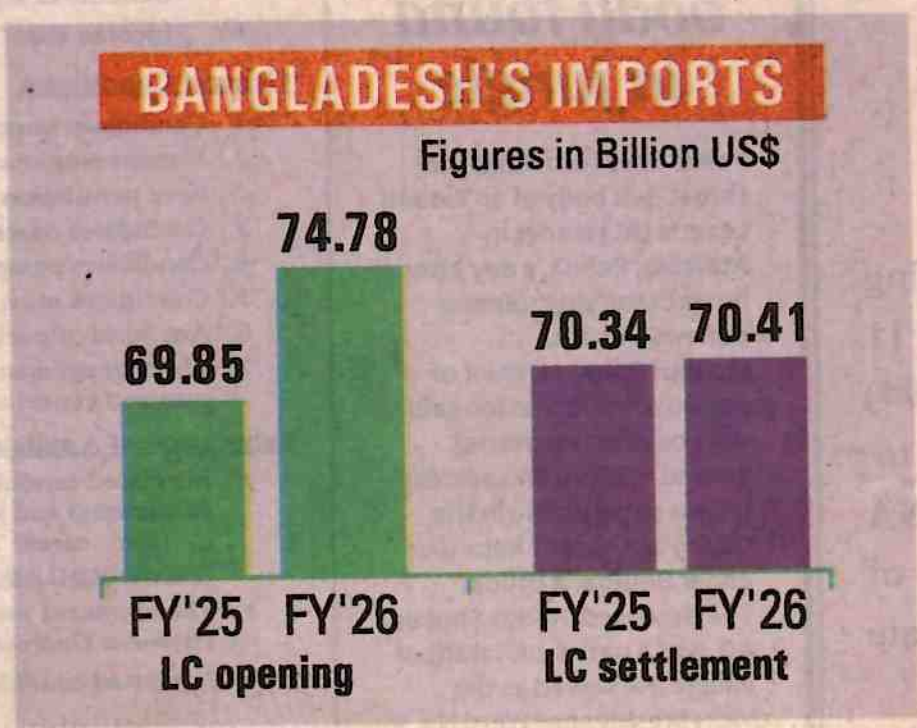


He also said the central bank already announced a Tk 600 billion stimulus package aimed at supporting the struggling private sector, boosting investment, and revitalising the economy.

"Proper implementation of the package will help revive sick and closed industries, leading to higher import demand in the coming months," the central banker explained.

Echoing the BB official, Md. Ezazul Islam, Director General of the Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM), said overall imports could grow by around 10 per cent in the current fiscal year, driven by the newly elected government's expansionary fiscal policy aimed at boosting investment, particularly in the productive sectors.

He said the BB's latest growth-supportive monetary policy, reflected in its stimulus packages, along with improved political stability and stronger private-sector investment expectations, was also expected to support higher import growth. Dr. Islam, a

| SEE PAGE 7 COL 7

former executive director of the central bank, made the observations while explaining the outlook. However, the value of petroleum imports rose slightly as global fuel oil prices increased amid persistent geopolitical tensions, according to the central banker.

Petroleum products import increased by 6.42 per cent to $10.68 billion in FY'26 from $10.03 billion of the previous fiscal year.

"The upward trend in fuel oil imports is likely to continue in the coming months if the ongoing geopolitical tensions persist," a senior executive of a leading private commercial bank told The FE.

He also said that most businesses were still adopting a cautious approach to expansion due to uncertainties arising from the conflict in the Middle East.

However, import of capital machinery or industrial equipment used for production dropped by more than 10 per cent to $1.80 billion in FY'26 against $2.02 billion a year ago.

Industrial raw-material import also fell by 3.33 per cent to $23.18 billion during the period under review from $23. 98 billion in FY'25, the BB data showed.

Besides, the import of intermediate goods dropped by 6.51 per cent to $4.17 billion in the outgoing FY'26 from $4.46 billion in the previous fiscal year.

...islam@gmail.com

The Financial Express
20 JUL 2026

# Realising pharma sector's potential to be globally competitive

***Since the pharma sector is able to draw some of the country's scientific brains into its production and research facilities, it deserves plaudits not only for providing jobs to those graduates, but also reversing to some extent the trend of brain drain***

*writes*

***Syed Fattahul Alim***

After the Readymade Garments (RMG), agro-processing, light engineering and the pharmaceuticals are considered the top potential export sectors of Bangladesh. The country also considers these as promising export diversification industries to reduce its dependence on apparel, which currently accounts for the largest share (81 per cent to 85 per cent) of the total export earnings. The shares of the potential sectors in export earnings include the agro-processing (1.0 to 1.5 per cent), light engineering (0.4 to 1.5 per cent) and the pharmaceuticals (0.3 to 1.0 per cent ) respectively. Clearly, given their marginal contribution to the total export earnings in comparison with RMG, the challenge would be very high before these sectors can come close to the RMG. However, proper government policies can turn even those sectors into ones that can contribute to the total export earnings significantly in the coming days.

Consider, for instance, the case of the pharmaceutical sector. It made its real start in 1980s, especially following the enactment of the National Drug Policy and Drug Control Ordinance of 1982. Prior to that, the market was heavily import-dependent, with foreign multinational companies controlling about 75 to 98 per cent of this sector. During the pre-independence days, a few pioneering local companies and multinationals began operations in the 1950s and 60s. Fast forward to the 1980s. The 1982 National Drug Policy pioneered by late Dr Zafrullah Chowdhury restricted unnecessary and harmful drugs, controlled prices and actively provided space to domestic companies to manufacture essential generics. From late 1990s to date, the favourable regulatory environment and intellectual property rights exemptions for LDCs catalysed the sector's dramatic growth. Local manufacturers now meet 98 per cent of the country's domestic demand. Despite its share in the total export earnings may currently appear quite insignificant, the possibility of this sector's growing into the country's most prestigious as well as revenue earning industry is very high. Notably, it is also a very promising high-tech export sector, valued domestically at around US$6.0 billion. Currently, the pharmaceutical sector is widely to several factors. Unlike other LDCs which relied heavily on free-market imports, the pharmacy sector here utilised its drug policy effectively to foster a robust local manufacturing base.

As an LDC, the country fully utilised the WTO's Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) pharmaceutical patent waiver. This allowed local manufacturers to legally produce generic versions of vital patented medications-including oncology and antiretroviral drugs-before paying royalties. While many LDCs have rudimentary packaging capabilities, Bangladeshi firms including Beximco pharmaceuticals, Square Pharmaceuticals and Incepta Pharmaceuticals produce complex therapeutics, such as biosimilars (biological medications that are nearly identical copies of an already-approved existing biologic drugs), metered-dose inhalers waiver allowing the production of generic versions of patented medicines without paying royalties will expire. This directly threatens the affordability of essential and lifesaving medicines, with some specialised drugs potentially seeing severe price increases. Bangladesh currently relies heavily on imported APIs, mostly from India and China. Post-LDC, the dependency exposes local manufacturers to global price fluctuations and supply chain vulnerabilities. Expanding into highly regulated markets (e.g., US, EU) requires stringent certifications such as US FDA approvals and WHO pre-qualifications. Current cash incentives for exports will no longer be compliant with WTO regulations as a developing nation. In that case, the API Industrial Park in Gazaria (Munshiganj) needs to be completed and fully operationalised.

By manufacturing raw materials domestically, Bangladeshi companies can reduce import pharmaceutical sector. With the WTO's TRIPS patent waiver ending, local companies will no longer be able to legally copy patented medicines without expensive licensing agreements. Strategic joint ventures with multinational corporations (MNCs) will provide necessary legal licensing and technical know-how to continue producing complex drugs. Currently, domestic investment in pharmaceutical research and development is low (around 3.4 per cent). Technology transfers will help fast-track the transition from simple generic formulation to developing novel treatments and adhering to stringent international testing standards (such as bioequivalence and biosimilar testing). Since the industry currently relies heavily on imported raw materials, joint ventures focused on API production will insulate Bangladesh from global supply chain shocks and reduce import costs. To successfully capitalise on this strategy, the government and the industry stakeholders will need to create a supportive regulatory and policy environment. The Directorate General of Drug Administration (DGDA), for example, has to be modernised so it may efficiently register and approve complex, jointly-developed therapeutics. Such strengthening of the DGDA's capacity would help it meet World Health Organization Maturity Level-3 (ML-3) standards. That will open up the prospect of procurement contracts with major global agencies like UNICEF, Gavi, and the Global Fund. The WTO has recommended granting a transition period for graduating LDCs to build their patent compliance capacity. This window must be fully utilised to establish accredited bioequivalence study centres and train specialised synthesis chemists within the country. The Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) can offer dedicated pharmaceutical hubs or parks specifically designed to attract foreign biotech and pharma companies with tax incentives and streamlined utilities. Developing a robust domestic framework for patent protection and enforcement will build the confidence required for MNCs to safely share their proprietary technology and research methods with local firms. These are but a few of the steps the government as well as the pharma sector would need to

diversification industries to reduce its dependence on apparel, which currently accounts for the largest share (81 per cent to 85 per cent) of the total export earnings. The shares of the potential sectors in export earnings include the agro-processing (1.0 to 1.5 per cent), light engineering (0.4 to 1.5 per cent) and the pharmaceuticals (0.3 to 1.0 per cent ) respectively.

Clearly, given their marginal contribution to the total export earnings in comparison with RMG, the challenge would be very high before these sectors can come close to the RMG. However, proper government policies can turn even those sectors into ones that can contribute to the total export earnings significantly in the coming days.

Consider, for instance, the case of the pharmaceutical sector. It made its real start in 1980s, especially following the enactment of the National Drug Policy and Drug Control Ordinance of 1982. Prior to that, the market was heavily import-dependent, with foreign multinational companies controlling about 75 to 98 per cent of this sector. During the pre-independence days, a few pioneering local companies and multinationals began operations in the 1950s and 60s. Fast forward to the 1980s. The 1982 National Drug Policy pioneered by late Dr Zafrullah Chowdhury restricted unnecessary and harmful drugs, controlled prices and actively provided space to domestic companies to manufacture essential generics. From late 1990s to date, the favourable regulatory environment and intellectual property rights exemptions for LDCs catalysed the sector's dramatic growth. Local manufacturers now meet 98 per cent of the country's domestic demand. Despite its share in the total export earnings may currently appear quite insignificant, the possibility of this sector's growing into the country's most prestigious as well as revenue earning industry is very high.

Notably, it is also a very promising high-tech export sector, valued domestically at around US$6.0 billion. Currently, the pharmaceutical sector is widely considered a unique and unprecedented success story among Least Developed Countries (LDCs). Starting practically from scratch, it is now a nearly self-sufficient industry, meeting 98 per cent of domestic demand and exporting life-saving, anti-cancer and antiviral medications to over 160 countries. The fact that the development of Bangladesh's drug sector is unique among LDCs is due

***providing jobs to those graduates, but also reversing to some extent the trend of brain drain***

*writes*

***Syed Fattahul Alim***

to several factors. Unlike other LDCs which relied heavily on free-market imports, the pharmacy sector here utilised its drug policy effectively to foster a robust local manufacturing base.

As an LDC, the country fully utilised the WTO's Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) pharmaceutical patent waiver. This allowed local manufacturers to legally produce generic versions of vital patented medications-including oncology and antiretroviral drugs-before paying royalties. While many LDCs have rudimentary packaging capabilities, Bangladeshi firms including Beximco pharmaceuticals, Square Pharmaceuticals and Incepta Pharmaceuticals produce complex therapeutics, such as biosimilars (biological medications that are nearly identical copies of an already-approved existing biologic drugs), metered-dose inhalers (MDIs), and vaccines. Nonetheless, the sector faces a critical juncture as Bangladesh graduates from LDC status, which will phase out the TRIPS patent exemption and various export subsidies. To survive, the sector must urgently transition from copying generic formulations to investing heavily in Research and Development (R&D) and domestic Active Pharmaceutical Ingredient (API) manufacturing. The WTO waiver allowing the production of generic versions of patented medicines without paying royalties will expire. This directly threatens the affordability of essential and lifesaving medicines, with some specialised drugs potentially seeing severe price increases. Bangladesh currently relies heavily on imported APIs, mostly from India and China. Post-LDC, the dependency exposes local manufacturers to global price fluctuations and supply chain vulnerabilities. Expanding into highly regulated markets (e.g., US, EU) requires stringent certifications such as US FDA approvals and WHO pre-qualifications. Current cash incentives for exports will no longer be compliant with WTO regulations as a developing nation. In that case, the API Industrial Park in Gazaria (Munshiganj) needs to be completed and fully operationalised.

By manufacturing raw materials domestically, Bangladeshi companies can reduce import dependence and secure more stable production costs. In a similar vein, the drug companies must allocate a larger percentage of revenue towards R&D. Moving beyond basic generics into biosimilars, oncology drugs, and biologics will help the industry capture higher profit margins globally. In this connection, Bangladesh should strongly prioritise Foreign Direct Investment (FDI) and technology transfer in the corporations (MNCs) will provide necessary legal licensing and technical know-how to continue producing complex drugs. Currently, domestic investment in pharmaceutical research and development is low (around 3.4 per cent). Technology transfers will help fast-track the transition from simple generic formulation to developing novel treatments and adhering to stringent international testing standards (such as bioequivalence and biosimilar testing). Since the industry currently relies heavily on imported raw materials, joint ventures focused on API production will insulate Bangladesh from global supply chain shocks and reduce import costs. To successfully capitalise on this strategy, the government and the industry stakeholders will need to create a supportive regulatory and policy environment. The Directorate General of Drug Administration (DGDA), for example, has to be modernised so it may efficiently register and approve complex, jointly-developed therapeutics. Such strengthening of the DGDA's capacity would help it meet World Health Organization Maturity Level-3 (ML-3) standards. That will open up the prospect of procurement contracts with major global agencies like UNICEF, Gavi, and the Global Fund. The WTO has recommended granting a transition period for graduating LDCs to build their patent compliance capacity. This window must be fully utilised to establish accredited bioequivalence study centres and train specialised synthesis chemists within the country. The Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) can offer dedicated pharmaceutical hubs or parks specifically designed to attract foreign biotech and pharma companies with tax incentives and streamlined utilities. Developing a robust domestic framework for patent protection and enforcement will build the confidence required for MNCs to safely share their proprietary technology and research methods with local firms. These are but a few of the steps the government as well as the pharma sector would need to take to develop the sector into a competitive one on the global scale. Since the pharma sector is able to draw some of the country's scientific brains from the biological sciences into its production and research facilities, it deserves plaudits not only for providing jobs to those graduates, but also reversing to some extent the trend of brain drain.

*sfalim.ds@gmail.co*

The Daily Star
20 JUL 2026

# Ban jute sliver exports to curb misuse of incentives

## Association writes to govt

STAR BUSINESS REPORT

The Bangladesh Jute Association (BJA) has sought a ban on exports of jute sliver, alleging that some mill owners are using the product to dodge restrictions on raw jute exports and pocket a 10 percent government cash incentive.

Raw jute exports have been effectively restricted since late 2025. Despite this, mill owners have been exporting jute sliver in large volumes, claiming an incentive meant for other products, the association's Chairman Khandaker Alamgir Kabir said in a letter to the commerce secretary on July 15.

The BJA stated that jute sliver is a basic industrial input, processed abroad into yarn and other finished jute goods, and is not a high-value product. The 10 percent cash incentive applies to exports of jute diversified products containing at least 50 percent jute.

It noted that jute sliver has no separate HS code and does not qualify as a "Jute Diversified Product" under the incentive rules, yet its exports continue to receive the incentive.

READ MORE ON B3

The Bangladesh Jute Mills Association and the Bangladesh Jute Spinners Association had jointly sought a similar ban in a letter to the then adviser for commerce, textiles and jute on October 28, 2025, according to the letter.

It added that the practice has allowed mill owners to control the jute market, depriving farmers of fair prices while draining government funds and harming the wider jute sector.

The commerce ministry amended the Export Policy 2024-27 in September 2025 to move raw jute onto the "conditional export" list, requiring prior approval for all shipments, in a bid to protect supplies for domestic mills and control rising prices.

At the time, mill owners backed the move to restrict exports, saying it served the national interest. Traders disagreed, warning it would hurt farmers by denying them fair prices without fixing the supply problem.

However, amid the opposing demands from the two sides, the ministry, in October 2025, allowed 12 firms to export nearly 3,000 tonnes of raw jute.

The Business Standard

20 JUL 2026

# Govt prepares five-year trade plan to address post-LDC challenges: Commerce secretary

ECONOMY – BANGLADESH

BSS

Bangladesh is set to implement a new five-year action plan to strengthen the country's trade capacity, improve the investment climate and enhance competitiveness in global markets as it prepares for graduation from the Least Developed Country category, according to Commerce Secretary Md Ataur Rahman Khan.

The initiative will be implemented through the Country Programme Document

I SEE PAGE 6 COL 5

## Strategies to overcome hurdles after LDC graduation

FIVE-YEAR ACTION PLAN SET TO

- Strengthen trade capacity
- Improve investment climate
- Enhance competitiveness in global markets

PLAN WILL BE IMPLEMENTED THROUGH COUNTRY PROGRAMME DOCUMENT

- Document contains 12 priority activities
- It will provide clear guidance on how reforms can be implemented

Bangladesh to receive financial support from dev partners for implementing plan

CONTINUED FROM PAGE 5

prepared for the third phase of the Enhanced Integrated Framework, a World Trade Organization-led programme that supports LDCs in building trade capacity, he disclosed while addressing a validation workshop on the Document in the ministry conference room in the capital yesterday.

He said Bangladesh's economy is currently passing through a critical phase as it prepares for LDC graduation while simultaneously addressing challenges such as non-tariff barriers, international compliance requirements and the need to improve the investment environment, according to a commerce ministry press release.

"The recommendations made under the previous phases of the integrated framework have been duly reflected in the Country Programme Document. The document contains 12 priority activities, each aligned with Bangladesh's trade capacity development and reform agenda," he said.

The commerce secretary stressed that preparing policies and research reports alone would not be sufficient, emphasising that effective implementation would be the key to success.

"Alongside studies, the document must provide clear guidance on how reforms can be effectively implemented. The benefits of these reforms should reach ministries, departments and relevant agencies down to the field level," he said.

He also underscored the importance of trade facilitation, trade liberalisation, legal and regulatory reforms and stronger coordination among business environment.

Speaking at the workshop, Additional Secretary (WTO) of the Ministry of Commerce Khadiza Nazneen said the WTO's Enhanced Integrated Framework (EIF) supports LDCs in strengthening their trade capacity with financial assistance from development partners, including the United Kingdom, the European Union and Sweden.

She said Bangladesh had successfully implemented two phases of the integrated framework programme. The first phase ran from 2009 to 2015, while the second phase was implemented from 2016 to 2024.

"The third phase will now begin. Based on the Country Programme Document (CPD), Bangladesh will receive financial support for implementing the programme. The five-year programme is expected to commence this year," she added.

Former Additional Secretary and EIF Consultant Md Hafizur Rahman said the CPD had been prepared by incorporating recommendations from Bangladesh's existing policies, strategies and previous studies.

He said priority areas were identified based on the Diagnostic Trade Integration Study, the Export Policy, Industrial Policy, Trade Policy, the WTO Trade Facilitation Agreement and investment facilitation initiatives.

"Initially, around 52 project ideas were identified. Later, considering the likely support from development partners and implementation capacity, these were narrowed down to 12 priority activities," he said.

The Daily Star

20 JUL 2026

# Govt adopts 5-year plan for post-LDC challenges

STAR BUSINESS REPORT

The government has adopted a new five-year plan to improve the country's investment climate and business competitiveness and prepare for the challenges it will face after graduating from the least developed country (LDC) category in November this year.

The new programme has been undertaken under the third phase of the Enhanced Integrated Framework (EIF) of the World Trade Organisation, according to a statement from the commerce ministry.

The commerce ministry yesterday organised a validation workshop on the new EIF programme at the ministry to make its officials aware of the plan.

At the workshop, Commerce Secretary Ataur Rahman Khan said the economy has been passing through an important period as, on the one hand, the country has to prepare for LDC graduation and, on the other hand, it is facing non-tariff barriers to exports and challenges in improving the investment climate.

The 12 key recommendations made by the EIF in its earlier programme have been incorporated into the newly formulated country document, which will help improve business competitiveness and support the ongoing reform initiatives, the secretary also said.

The document gives importance to improving the business environment by enhancing the ease of doing business, liberalising the tariff regime, and relaxing related rules in collaboration with the ministries concerned.

Additional Commerce Secretary

FROM PAGE B1

Khadiza Nazneen said the WTO provides assistance to LDCs and graduating LDCs to improve business competitiveness through its arm, the EIF, while the UK, the European Union, and Sweden support the programme. Bangladesh has already implemented different recommendations under EIF-funded projects in two phases from 2009 to 2024.

The five-year third phase of the EIF-funded project may begin this year as the country is eligible for the fund, Nazneen also said.

Consultant for the EIF-funded project, Md Hafizur Rahman, said 52 projects were initially identified, but later 12 were prioritised, considering implementation capacity and assurances of funding from foreign donors.

Bangladesh has been preparing to face the challenges of LDC graduation and retain preferential trade benefits, as the country may lose $17.5 billion worth of exports annually because of the graduation.

Currently, 73 percent of Bangladesh's trade enjoys LDC-specific preferences, and Bangladesh is the largest beneficiary of LDC-specific trade benefits, accounting for 67 percent of the preferences provided to all 44 LDCs by developing